04-04-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের ট্রাস্টি হও, সবার প্রতি কর্তব্য করো কিন্তু কারো প্রতি মমত্ব রেখো না"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামায় মায়া কোন্ ভুল কাজ করিয়ে থাকে যার জন্য বাবা নির্ভুল (সঠিক) করতে আসেন?

*উত্তরঃ - প্রথম ভুল এটাই যে ব্রহ্ম তত্বকেই পরমাত্মা ভেবে নেওয়া । তত্বের সাথে যোগযুক্ত হওয়া এটা তো মিথ্যা, এর দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। ২- হিন্দুস্তানে থাকার কারণে দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু ধর্ম বলে দেওয়া এটাও বড় ভুল। এই ভুলের জন্য ধর্মের শক্তি নেই। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের নির্ভুল করে তুলতে।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের কাছে কে এসেছে? বাচ্চাদের কাছে মাতা-পিতাই তো আসবে। যার জন্য গায়নও আছে, তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক (সন্তান)। এখন তোমরা বালকের মর্যাদা নিয়ে বসে আছ তাইনা। পরমপিতা পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে আমি নিরাকার। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করও এমনটা বলতে পারে না। এটা একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই বলতে পারেন এই শরীর (ব্রহ্মার) দ্বারা। এটা তো তোমরা জানো যে আমার কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর নেই। এই আত্মাই শরীরের দ্বারা বলছে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। নতুন কেউ শুনলে মনে করবে এটা কীভাবে হতে পারে! হ্যাঁ, শিব ভগবানুবাচ ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে। শিববাবার নিজের তো কোনো শরীর নেই। তবে এতো অসংখ্য বি .কে. কোথা থেকে এসেছে? ওরা ব্রাহ্মণরা (লৌকিকে) কেউ-ই নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে না। তোমরা কেন বলো আমরা বি.কে.? তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারো যে এই ব্রহ্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব। ওঁনার এই তিন সন্তান ব্রহ্মা,বিষ্ণু, শঙ্কর। শিববাবা এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা মুখ বংশাবলী রচনা করে মানব থেকে দেবতা করে তোলেন। এই দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ। অনেক রকমের ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম, নানা জাতের মানুষ আছে। গুজরাতি, পাঞ্জাবি, ইউ. পি, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ, মহারাষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি কত জাতির নাম আছে। সত্যযুগে এতো ধর্ম, জাতি হয় না। না অনেক ভাষা, না অনেক ধর্ম হয়। বলেও থাকে এক রাজ্য হোক। সত্যযুগে হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা বলেন আমি এসে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। গাওয়াও হয়ে থাকে মানব থেকে দেবতা করতে বেশী সময় লাগে না। দেবতারা তো থাকে সত্যযুগে, ত্রেতাতেও থাকে না। ত্রেতায় থাকে ক্ষত্রিয় বর্ণ। শাস্ত্রেও লেখা আছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছে। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা প্রদান করে দেবতা আর ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করা হয়। বাদবাকি যত অনেক ধর্ম আছে, সব বিনাশ হয়। বাবা বোঝান হে মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্মাদের আমি হলাম সত্যিকারের পিতা। আমি কখনোই বদলে যাই না। আমাকে সবসময়ই বাবার মর্যাদা দিয়ে স্মরণ করে থাকো। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে কেননা এই শিক্ষা ভগবান ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন তো অনেক ধর্ম। তোমরা লিস্ট বের করতে পারবে না। কত মানুষ, বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন। তাও সবাইকে তো আর দেবতা করে তুলবেন না। এটাই বোঝার বিষয়। বাবা বলেন আমি ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদেরকে সত্যযুগের জন্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন বাচ্চারা এখন পুরুষার্থ করে স্বর্গে উঁচু পদ পেতে হলে সেটা নিয়ে নাও। প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবিকার জন্য কত পুরুষার্থ (পরিশ্রম) করে থাকে। যে কেউ-ই ভালোভাবে পড়াশোনা করে উচ্চ পদ পেতে পারে। এখানেও বাবা বলেন অবলা-গণিকারাও পুরুষার্থ করে বিশ্বের সূর্য বংশীয় রাজ্য পেতে পারে।

বাবা বুঝিয়েছেন এই সময় প্রত্যেক দ্রৌপদী ডেকে বলছে – বাবা রক্ষা করো, ওরা তারপর দেখায় শ্রীকৃষ্ণ উপরে বসে আছে আর দ্রৌপদী ক্রমাগত শাড়ি গ্রহণ করে নিজেকে সুরক্ষিত করছে। বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। এটা এই সময়ের কথা। বাবা বলেন তোমাদের ২১ জন্মের জন্য নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করি। তোমাদের বস্ত্র কেউ খুলতে পারবে না। এটা হলো প্রবৃত্তি মার্গ, দুজনকেই পবিত্র হতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে বিকারে নিমগ্ন হওয়ার কারণে এই অভ্যাস মিটতেই চায় না। বাবা এসে তোমাদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এতে বড় পরিশ্রম করতে হয়। পবিত্রতায় থাকলে মায়াও আঘাত করতে থাকে তখন। অবলাদের উপরে তো বিষের কারণে অনেক অত্যাচার হতে থাকে। সন্তানদের প্রতি মোহও থাকে, এতে তো সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হওয়া চাই । প্রথম প্রথম যখন ভাট্টি তৈরী হলো তখন অনেকেই সাহস করে ছুটে এসেছে, তারপর যখন দেখতো মারধর খেতে হচ্ছে, অশান্তি হচ্ছে তখন তারা তৎক্ষণাৎ সবকিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে। সন্ন্যসীরাও পালিয়ে যায় (সংসার ছেড়ে) । প্রথম প্রথম তো ঘর পরিবার খুব মনে পড়তে থাকে। নষ্টমোহ (মোহমুক্ত) হতে পরিশ্রম

লাগে। কেননা ওদের কাছে প্রাপ্তির এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) কিছুই নেই। কোনো শক্তি তারা পায় না। তোমরা তো শক্তি পাও। ওরা পবিত্রতার শক্তি কোথা থেকে পাবে? পবিত্রতার সাগর তো এক পরমপিতা পরমাত্মা, ওঁনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ওরা তো বাবার সাথে যোগযুক্ত হয় না। ওরা ব্রহ্মের সাথে যোগযুক্ত হয় ফলে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে না। ব্রহ্ম অথবা তত্ত্বের সাথে যোগ যুক্ত হলে সেটা মিথ্যা হয়ে যায়। দেখো এই পয়েন্টস খুব ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। ভুল তো অনেকেই করেছে। হিন্দুস্তানের নিবাসীরা হিন্দু ধর্ম বলে থাকে। এটাও ভুল। ব্রহ্ম অথবা তত্বকে পরমাত্মা বলা এটাও ভুল। এই ভুল ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা এসে বোঝান এইসব ভুল মায়া এসে করায়। বাবা এসে নির্ভুল (অভুল) বানান। সত্যযুগে এক ধর্ম, এক ভাষা ছিল। এমন নয় যে বৃন্দাবনবাসীদের বৃন্দাবনী বলা হবে। ওখানে একটাই ধর্ম। বাবা বলেন আমি এসে পুনরায় তোমাদের দেবতা করে তুলি। তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। বাবা রচনা করেন স্বর্গ তারপরও আমরা নরকের মালিক কেন হই! নতুন দুনিয়াতে নিশ্চয়ই আমরা স্বর্গের মালিক হব। ঐ সময় বাদবাকি সব আত্মারা পরমধামে থাকবে। এই বিষয় এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যেমন-যেমন যোগযুক্ত হবে ততই ধারণা ভালো হবে। কোথাও মমত্ব থাকা উচিত নয়। নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে সংসার প্রতিপালন করো। সব কিছু হলো বাবার আমানত। দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধের আমরা হলাম ট্রাস্টি। পরীক্ষাও আসে। কেউ অসুস্থ হলে, দুঃখ পেলে তাকে সামলাতে হয়। এটা হলোই দুঃখের দুনিয়া। শিববাবার তো কোনো দুঃখ হয়না। তিনি তো ট্রাস্টি। কারো কিছু হলে তখন বলা হবে, সে তার নিজের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে অন্য শরীর নিয়েছে, এতে আমাদের কি আসে যায়। এতো সব মানুষ শরীর ত্যাগ করবে, শিববাবার কি দুঃখ হবে? বরং আরও খুশি হয়। এই পুরানো ছিঃ ছিঃ শরীর ত্যাগ করিয়ে বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এতে দুঃখের কিছুই নেই। আফসোস করার কথাই নেই। আমরা উঠতে-বসতে মিষ্টি-মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি। পরমধামে যাওয়ার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে শরীর ছেড়ে যাবে। এমন অনেক সন্ন্যাসীদের হয়ে থাকে। বসে-বসে মনে করে ব্যাস্ আমি ব্রহ্মলোকে যাব, আর সেখানে লীন হয়ে যাব। এভাবেই বসে-বসে শরীর ত্যাগ করে। বাবা নিজের অনুভবের থেকে শোনান। প্রাণায়াম করতে-করতে হারিয়ে যায় (একাত্ম হওয়া)। এমন নয় যে ঐ আত্মা ব্রহ্মলোকে চলে যাবে। আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে সাথে সাথে অন্য শরীর ধারণ করে। কেউ নির্বাণধামে যায় না, আর না জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। সবাইকে অবশ্যই ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাবা বলেন আমি তখনই আসি যখন সমস্ত অ্যাক্টররা উপস্থিত থাকবে। কেননা আমি হলাম সকল সজনীদের সাজন। আমার পিছনে (অনুসরণ করা) সমস্ত সজনীরা ফিরে যাবে।

আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন যে যত পুরুষার্থ করবে। সদ্গতি দাতা একজনই বাবা। এখন বাবা এসেছেন, বুঝিয়ে বলছেন - আমি কবে আর কীভাবে আসি। তারপর তোমরা সব আত্মাদের নিয়ে যাই। ছিঃ ছিঃ থেকে তোমাদের সুন্দর সুন্দর (গুলগুল) ফুল করে তুলি। গুল-গুলরাই বলি প্রদত্ত (সম্পূর্ণ সমর্পণ) হবে। দেখানো হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের হরণ করেছিল। কিন্তু কিসের জন্য হরণ করেছিল? এটা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায় না। এখানে বাবা তোমাদের মুক্ত করেছেন। সহজ রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মহারাজা মহারানি করে তোলার জন্য। তোমাদের সাক্ষাৎকারও হয়েছে ভবিষ্যতে প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার। তোমরা জানো পূর্বের মতো আমরাই ময়ূর-মুকুটধারী প্রিন্স প্রিন্সেস হব। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো। গাওয়াও হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। সুতরাং তাঁর সন্তানরা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়। এইসব বিষয় বুঝতে এবং বোঝাতে হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সুতরাং সবারই ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত - যথার্থ ভাবে। তিনি কোনো কষ্ট দেন না, শুধু বলেন হে আত্মারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এইটুকু স্মরণ তো করতেই হবে। দেহী-অভিমানী হও। দেহ-অভিমান এলেই মায়া ঘুষি মারে। একটা নাটকও তৈরি করা হয়েছিল, মায়া এইসব করে, ভগবান এমন করেন। সুতরাং প্র্যাকটিক্যালে দেখছ কতজন বাবার হয়েও তারপর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফিরে গিয়ে নিন্দা করে। আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি (অবাক হয়ে শোনে, অন্যদেরকে বলে) তারপর ভাগন্তি হয়ে যায়। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সদ্গুরুর নিন্দা করে। ওদের দেখে মানুষ বলে কিকরে ঈশ্বরকে বিচ্ছেদ (ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন বা সরে যাওয়া) দিতে পারে। সুতরাং এমন নিন্দুকরা উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ দাবি করতে পারে না। এ'সব হলো এখনকার কথা।

অনেক বাচ্চাদের নষ্টমোহ হতে বড় পরিশ্রম করতে হয়। অনেকেরই মোহ যায়ই না। বাবা তো বলেন বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করো। ওদেরও শিববাবাকে স্মরণ করাতে থাকো। যে ভালো হবে সে শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। বাবা বোঝান গভর্নমেন্টও পিউরিটি (পবিত্রতা) চায়। সুতরাং ওদের বোঝানো উচিত যে আমরা ভারতকে পবিত্রতায় নিয়ে আসার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে থাকি। আমরা অবশ্যই ভারতকে স্বর্গ করে তুলবো। কন্যারা, মাতা-পিতাকেও

উদ্ধার করতে পারে। বাবাকে বলা হয় দীনবন্ধু। সাহুকারদের সব ধন দৌলত মাটিতে মিশে যাবে। সাহুকারদের জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন, কেননা তাদের হলো জয়েন্ট স্টক (যৌথ সম্পত্তি বা শেয়ার) । তাহলে কীভাবে তারা নিজেদের সবকিছু সমর্পণ করতে পারবে। বাবা তো হলেনই দীনবন্ধু, গায়নও আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে রেখে পবিত্র হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে হবে। পুরানো শরীরের প্রতি মমত্ব দুর করতে হবে।

২) উঠতে-বসতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে আফসোস (অনুতপ্ত, অনুশোচনা) করা উচিত নয়। কখনও বাবার নিন্দা হয় এমন কর্ম করা উচিত নয়।

বরদানঃ- সদা স্নেহ আর সহযোগের দ্বারা অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্তকারী অমরভব

স্থাপনার কার্যে যে সবসময় স্নেহী আর সহযোগী হয় সে অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্ত করে। এমনই অবিনাশী রত্ন যাকে কেউ টলাতে পারে না। কোনো বাধাই তাকে আটকাতে পারে না। এমন অবিনাশী রত্নই অমরভব-র বরদানী হয়। সে রিয়েল গোল্ড হয়, বাবার সাথী হয়। সে বাবার কার্যকে নিজের মনে করে। সবসময় বাবার সাথে থাকে সেইজন্যই অবিনাশী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- পবিত্রতার যথার্থ ধারণা থাকলে প্রতিটি কর্ম যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;